যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

বাংলা একাডেমি নিজেকে আরও সময়োপযোগী করে তুলছে

মীর রাকীব-উন-নবী

বাংলাদেশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও গড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলা একাডেমি। বিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিদগ্ধজনদের প্রাণের দাবি ছিল বাংলা একাডেমির আধুনিকায়ন। সে দাবি পূরণ করে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে অবিরাম ছুটে চলেছে বাংলা একাডেমি।

সাহিত্য-সংস্কৃতির চালচিত্র

বাংলা একাডেমিকে বর্তমানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণাকর্ম হিসেবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের যৌথ উদ্যোগে ২০১১ সালে বাংলাভাষার একটি নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করা হয়েছে। 'বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' শিরোনামের এ ব্যাকরণ গ্রন্থটি ২০১১ সালের ১০ ডিসেম্বর একাডেমির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের হাতে তুলে দেয়া হয়। পরের বছরেই এ গ্রন্থের ২য় সংস্করণ বের হয়। এছাড়া বাংলা ভাষায় একটি শব্দের রূপান্তরমূলক অভিধান রচনার কাজও বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ড. গোলাম মুর্শিদের নেতৃত্বে ১২ জন তরুণ গবেষককে সঙ্গে নিয়ে এ কাজটি করছে বাংলা একাডেমি। আগামী ডিসেম্বর মাসে ৩ খণ্ডে ৩ হাজার পৃষ্ঠায় এ অভিধান প্রকাশিত হবে। একাডেমি ইতিমধ্যে ৬৪ জেলার সাংস্কৃতিক তথা লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণয়ন করেছে। ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস। ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এছাড়াও বর্ধমান হাউসকে একটি জাদুঘরে রূপান্তরিত করে তাতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর, জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর, লোকজ সংগ্রহশালা ও বাংলা একাডেমি আর্কাইভস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

তুলছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

তুলছে : সময়োপযোগী করে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাংলা একাডেমিতে বিংশ শতাব্দীর অবস্থান থেকে একবিংশ শতকের উপযোগী করার লক্ষ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন, ৫০০ আসনের শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সভাগৃহ স্থাপন ও পুনর্গঠন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির পত্রিকা উত্তরাধিকারকে একটি নান্দনিক এবং তরুণ প্রতিভাদের লেখায় সমৃদ্ধ করে নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'উত্তরাধিকার' একটি জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠেছে। বাংলা একাডেমি শুধু ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে না, প্রান্তিক জেলাগুলোতে তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাডেমির কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কলকাতা ও লন্ডনে নিয়মিত বাংলা একাডেমির বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলা একাডেমি এতদিন সামরিক স্বৈরশাসক আমলের অর্ডিন্যান্সে পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে এ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি সংসদ অধিবেশনেই একটি নতুন গণতান্ত্রিক আইন পাস হবে বলে আশা করছেন একাডেমির কর্তাব্যক্তিরা।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান যুগান্তরকে বলেন, একবিংশ শতকে স্বাধীন বাংলাদেশে একাডেমিকে আরও সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান করে তোলার লক্ষ্যে আমরা নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মসূচি এবং সৌকর্যময় পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলা একাডেমি দক্ষিণ এশিয়ার এক অনন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি-গবেষণার সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এ কার্যক্রমে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করে মহাপরিচালক বলেন, বাংলা একাডেমির রাজস্ব বাজেট বর্তমান আমলে ৯ কোটি থেকে ১৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এতদিন একাডেমির কর্মচারীদের কোনো কোয়ার্টার ছিল না। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণে ৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে। অতিরিক্ত ৮ কোটি টাকা বরাদ্দের ফলে বাংলা একাডেমির পুরনো বিক্রয়কেন্দ্র ভেঙে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি বিক্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।